আনন্দময় শিক্ষাসফর

● আহমেদ বায়েজীদ

পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও শিক্ষার একটা আলাদা জগৎ আছে, যে জগতে শিক্ষার উপকরণ প্রকৃতি। যেখানে থরে থরে সাজানো আছে জ্ঞানপিপাসুর জন্য অসংখ্য উপাদান। স্রষ্টা যেখানে বিছিয়ে রেখেছেন তার অপার সৌন্দর্যের শোভা। পরিবেশ আর মানুষের মাঝের সেই জগৎ কাছ থেকে উপভোগ করতে, জ্ঞানের সেই অসীম উপকরণ সম্পর্কে ধারণা পেতেই পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী বের হয়েছিল তাদের দেশ দেখা কর্মসূচিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরা এই প্রোগ্রামে চষে বেড়িয়েছে দেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত বেশ কয়েকটি জেলা। বিভাগের দুইজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এই কর্মসূচি। ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে এক একটি জেলা ভ্রমণ, তার দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার পর আবার আরেকটি জেলার উদ্দেশে যাত্রা। এভাবে কখন যে শেষ হয়েছে ১৫টি দিন তা যেন টেরই পায়নি কেউ। যেখানে জ্ঞানের পিপাসা আর সুন্দরের দর্শন জড়িয়ে, সময় সেখানে অনায়াসে কাটে– এটাই তো স্বাভাবিক।

ক্যাম্পাস থেকে বরিশাল হয়ে লঞ্চযোগে ঢাকা আসার মাধ্যমে শুরু হয় তাদের পক্ষকালব্যাপী কান্ট্রি ট্যুর বা দেশ দেখার মিশন। ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ হয়ে সিলেটে যাত্রাবিরতি দেয় দলটি। দলবেঁধে উপভোগ করে সিলেটের নৈসর্গিক সৌন্দর্য। সীমান্তঘেরা মেঘালয় পর্বত আর জাফলংয়ের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য, মাধবকুণ্ডের সুবিশাল ঝরনায় জুড়িয়ে নেয় চোখের তৃষ্ণা। জাফলংয়ের অগভীর নদীর স্বচ্ছ পানিতে দলবেঁধে একাকার হয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন ছাত্র-শিক্ষকরা। সিলেট ও মৌলভীবাজার ঘোরা শেষে তারা যাত্রা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পথে। রাঙামাটি আর বান্দরবানে পাহাড়ি সৌন্দর্য একদম কাছ থেকে উপভোগ করার পরের গন্তব্য হয় চট্টগ্রাম। মাঝখানে কাপ্তাই লেক, শুভলং, চিম্বুক পাহাড়, টাইগার পারা, নীলগিরিসহ বাদ যায়নি কোনো দর্শনীয় স্থান। একেকটি দর্শনীয় স্থান যেন একেকটি নতুন পাঠ্যপুস্তক হয়ে ধরা দেয় শিক্ষার্থীদের কাছে। প্রতিটি মুহূর্ত যেন একই সঙ্গে পর্যটন স্পট আর শিক্ষার জন্য ক্লাস রুম হিসেবে ভূমিকা পালন করে। হৃদয়ের সবটুকু আন্তরিকতা দিয়ে সবাই লুফে নেয় সে জ্ঞান আর সৌন্দর্য।

পাহাড় আর ঝরনার গান শেষ হতেই সমুদ্র যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে এই তরুণদলকে। প্রচণ্ড উদ্যম আর উচ্ছ্বাসে ভরপুর শিক্ষার্থীরাও তাই দেরি করতে রাজি নয় সমুদ্রের আহ্বানে সাড়া দিতে। চট্টগ্রাম মিশন শেষ হতেই তাই পরবর্তী গন্তব্য পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার। কক্সবাজারের আনন্দময় সময়ের বড় একটা অংশ কাটে দুলাহাজরা সাফারি পার্কেও। এছাড়া দলবেঁধে ঘোরা, বার্মিজ মার্কেটে টুকটাক কেনাকাটা তো ছিলই। কিন্তু কক্সবাজারেও যেন মন ভরে না কারো, চাই আরো কিছু দেখতে আর কিছু জানতে। পরদিন তাই আবার যাত্রা স্বপ্নের দ্বীপ সেন্টমার্টিনে, পথে টেকনাফ আর নয়নাভিরাম নাফ নদী দেখাও হলো। কোরাল দ্বীপের অমিয় সুধা পান করে দেশের শেষ সীমানা ছেড়া দ্বীপে গিয়ে শেষ হয় তরুণ অভিযাত্রীদের দেশ দেখা অভিযান। কখনো সুউচ্চ পাহাড়, কখনো ঘন জঙ্গল, কখনো সমুদ্রের নীল জলরাশিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে সে যাত্রা। সঙ্গে বাড়তি হিসেবে ক্যান্ডেল লাইট ডিনার, বার-বি কিউ, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা আর দলবেঁধে ছবি তোলার আনন্দ তো ছিলই। প্রতিটি মুহূর্তই কেউ ক্যামেরাবন্দি করে নেয়, কেউ ডায়রিতে নোট করে নেয় সুখ স্মৃতিগুলো। কেউবা আবার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বন্ধুদের জানায় প্রতিক্ষণের আনন্দময়তাকে।

ট্যুরে গাইড টিচার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা জেনেটিক্স অনুষদের সহকারী অধ্যাপক শোয়াইব সিদ্দিকী বলেন, 'পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ছাত্রদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে প্রকৃতির সান্নিধ্যে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। তাই দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করে সে সম্পর্কে ছাত্রদের জানার সুযোগ করে দেয়ার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ। তাছাড়া তরুণদের এই বয়সটাই হচ্ছে দেখার জানার এবং শেখার। তাই তাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দেয়াই এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য।'■

মেধাবী মুখ

আবদুল্লাহ আল-আমিন (লিমন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের মেধাবী শিক্ষার্থী লিমন। কৈশোর থেকেই তার মেধার বিচ্ছুরণে আলোকিত করেছেন চারপাশ। গ্রামের স্কুল থেকে প্রাথমিক বৃত্তি, জুনিয়র পর্যায়ে উপজেলায় ৩য় স্থানসহ ট্যালেন্টপুল বৃত্তি এবং এসএসসি ও এইচএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ পেয়েছেন। সবশেষে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ভর্তি পরীক্ষায়ও ঈর্ষণীয় সাফল্য আসে তার।

পড়াশোনার পাশাপাশি পরিচিত মহলে ভালো আবৃত্তিকার হিসেবে পরিচিত লিমন। তবে শিল্পী নয়, নিজেকে একজন আবৃত্তি কর্মী হিসেবে দেখতে ভালবাসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবৃত্তি সংগঠন চারুবাক-এর নিয়মিত সদস্য তিনি। পেন্সিল স্কেচিংয়েও রয়েছে দক্ষতা। এছাড়া বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজেও নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন নানাভাবে।

তরুণদের সফল হওয়ার পন্থা সম্পর্কে লিমন বলেন, 'আমার মনে হয়, তরুণদের সফল হতে হলে আগে তার আগ্রহের জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে, মানুষ তার ভালো লাগার জায়গা থেকে কাজ করতে পারলেই সর্বোচ্চ শ্রমটা দিতে পারে আর সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে শ্রম কিংবা সাধনার বিকল্প নেই। তাই এ ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত না হওয়াই উত্তম। পরিবেশ একজন উঠতি তরুণকে নানা ভাবে টানবে, চাইবে বিপথগামী করতে। এখান থেকে নিজের জন্য মঙ্গলটা বেছে বের করতে হবে। এবং চলতে হবে সেই পথে। তাহলে সাফল্য ধরা দেবেই।'

নিজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে লিমন বলেন- গ্রামের স্কুলগুলোতে পাঠ্যবইয়ের বাইরে বই পড়ার সুযোগ একেবারেই নেই। আমার ইচ্ছা আছে এই জায়গায় কাজ করার। পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সব ছেলেমেয়ের হাতে বই তুলে দিতে চাই। গ্রামের বলে কেউ যেন শিল্প-সাহিত্যের আলো থেকে বঞ্চিত না হয়। তাছাড়া অনেক শিক্ষিত সমাজও বাংলা বর্ণমালার সঠিক উচ্চারণ জানে না সঠিকভাবে, ভবিষ্যতে এ লক্ষ্যে কাজ করার ইচ্ছা আছে। ইচ্ছে আছে আবৃত্তি নিয়ে কাজ করার।'

বর্তমান কোচিং-নির্ভর বাণিজ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তার অসন্তুষ্টি প্রচুর। এর ফলে শিক্ষার্থীদের ওপর অত্যধিক চাপ পড়ে যা শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে বলে মনে করেন তিনি। আর দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে তার আহবান– সবাই যেন যার যার জায়গা থেকে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে দেশটাকে নিয়ে কাজ করে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়তে চান সুন্দর বাংলাদেশ।■